ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দক্ষিণাঞ্চলের ৬ জেলায় ১ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত

॥ ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা ॥

দক্ষিণাঞ্চলের পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, বরিশাল ও পিরোজপুরে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রমে একরকম বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ২০০৮ সালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিশু জরিপে দেখা যায়, ৬ জেলায় প্রায় এক লাখ শিশু কোথাও ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করছে না। অর্থাৎ প্রায় এক লাখ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এসব শিশু বিভিন্নভাবে শ্রম বিক্রি করে অভাবী সংসারে অর্থের যোগান দেয়। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপও কোন সুফল বয়ে আনতে পারছে না। এমনকি সরকার ২০১১ সালের মধ্যে শিশুকে স্কুলে আনার যে সমস্ত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে কিংবা নিচ্ছে তাও জনবলের অভাবে অর্থাৎ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকের অভাবে বাস্তবায়নে বিঘ্নিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ৬ জেলার ৪০টি উপজেলার ২৩টি উপজেলায় কোন শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। বরগুনায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপবৃত্তির মনিটরিং অফিসারও নেই। সেখানে ৫টি উপজেলায় মাত্র ১ জন শিক্ষা কর্মকর্তা আছেন। তিনি জেলারও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। ঐ জেলার শিক্ষা কার্যক্রম একরকম ভেঙ্গে পড়েছে। এছাড়া ৬ জেলায় ২,১১৭ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পদ শূন্য রয়েছে। দরিদ্র শিশুদের স্কুলমুখী করার জন্য সরকারের যে উপবৃত্তি তাও তৃণমূল পর্যায়ে মনিটরিং না হওয়ায় হতদরিদ্র শিশুদের পরিবর্তে ধনীর সন্তানেরা সুবিধা পায় বেশী। এবং শিক্ষার সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি থাকায় এ অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৮ সালের জরিপ তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ৬ জেলায় স্কুল উপযোগী শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ১২ লাখ ২১ হাজার ৩৫৯ জন। স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করে ১১ লাখ ২৮ হাজার ৪৩৮ জন। স্কুলে যায় না অর্থাৎ কোথাও ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করে না এমন শিশুর সংখ্যা ৯২ হাজার ৯২১ জন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এ. এস এম ফারুক ইত্তেফাককে বলেন, উক্ত জরিপের তথ্য সঠিক নয়। ১৯৯৯ সালের পর থেকে সঠিকভাবে শিশু জরিপ করা হয়নি। বর্তমানে যেভাবে শিশু জরিপ করা হয় তা দায়সারাভাবে, বাস্তবে নয়, কাগজে কলমে। এতে আসল চিত্র পাওয়া যায় না। সঠিকভাবে জরিপ করলে ঝরে পড়ার সংখ্যা বাড়তে এবং কমতেও পারে। তিনি ২০০৯ সালের শিশু জরিপ গত ১৯ এপ্রিল গৌরনদী উপজেলা থেকে সরেজমিনে গিয়ে শুরু করেছেন। এ কর্মকর্তা বলেন, দেখা গেছে ভুয়া ছাত্র-ছাত্রী তালিকা তৈরি করে বইয়ের চাহিদা দেয়া হয়। বিতরণের পর দেখা যায়, বহু বই উদ্বৃত্ত থাকে পরে তা যুদি দোকানে বিক্রি করা হয়। এভাবে সরেজমিনে ঝরে পড়া শিশুর সঠিক তথ্য তৈরি করা হলে জাতীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে। প্রাইমারী শিক্ষা অধিদপ্তরের আরেকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ প্রতিবেদককে বলেন, সরকার বিভিন্ন সময় শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার লক্ষ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বাহির থেকে যেসব কনসালটেন্ট নিয়োগ দেন তারা ব্যস্ত থাকে গাড়ি-বাড়ি ও অর্থ বানানোর জন্য। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাঠপর্যায়ে থেকে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকদের এক্ষেত্রে পরামর্শ নেয়া হয় না। যে কারণে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না।